সংবাদ

তারিখ 25 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

ঢা.বির অর্থ সঙ্কট

সমস্যা মোকাবিলায় সাময়িক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে

বশীর আহমাদ ঃ তীব্র অর্থ সঙ্কট থেকে সাময়িকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্ধার করতে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও সরকারের পক্ষ থেকে সাময়িক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছেন। ব্যাপক বাজেট ঘাটতির কারণে অর্থবছরের এই মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ সঙ্কটে পড়েছে।

ব্যবস্থা ঃ সাময়িক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

টেলিফোন ও সাধারণ তহবিলসহ প্রায় প্রতিটি তহবিলই শূন্য। চলার মতো কোন টাকা নেই।

এ ব্যাপক বাজেট ঘাটতি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে, প্রয়োজনের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বরাদ্দের পরিমাণ কম। তবে এ বাজেট ঘাটতি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও অনেকাংশে দায়ী বলে অনেকেই অভিযোগ করছেন। তাদের বক্তব্য হলো, কর্তৃপক্ষ অনেক ক্ষেত্রে কোন নিয়ম মানেন না। ইচ্ছামতো বিভিন্ন খাতের টাকা খরচ করেন। তাছাড়া প্রতিটি বাজেটেই অনেক ঘাপলা থেকে যায়।

সাময়িকভাবে সঙ্কট মোকাবিলায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জরুরি ভিত্তিতে ২ কোটি টাকা এবং সরকার একটা বড় অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ দেবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আশা করছেন। ভবিষ্যতে নিজস্ব আয় বাড়াতে ছাত্রদের বেতন-ফি বাড়ানোর চিন্তা-ভাবনা করছেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

২০০২-২০০৩ অর্থবছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ঘাটতি দেখানো হয়েছে ৭ কোটি টাকা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ঘাটতির পরিমাণ ২১ কোটি টাকা। এ মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল প্রায় শূন্য। শিক্ষক-কর্মচারীরা পেনশনের কোন টাকা পাচ্ছেন না। শিক্ষকদের খাতা দেখার বা পরীক্ষা হলে ডিউটির জন্য প্রাপ্য টাকার চেক ব্যাংক থেকে প্রত্যাখ্যান হচ্ছে। জরুরি ভিত্তিতে টাকার বরাদ্দ না পেলে আগামী মাসগুলোতে শিক্ষক-কর্মচারীদের মাসিক বেতন অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক রাশিদুল হাসান বলেছেন, এ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ খাত, বিদ্যুৎ,

ব্যবস্থা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩